ইউনিট- ৩
শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন- ১ : শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস ও রুটিন

অধিবেশন- ২ অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির ব্যবহার

অধিবেশন- ৩ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা

ইউনিট- ৩ অধিবেশন- ১

শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস ও র"টিন

ভূমিকা

বিদ্যালয়কে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে বিদ্যালয়গৃহ অপরিহার্য। বিদ্যালয়গৃহ ছাড়া শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বিদ্যালয়গৃহে বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির উপযোগী শ্রেণিকক্ষ থাকে। শিক্ষক হিসেবে আপনাদের শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস, বিদ্যালয়ের শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও রুটিন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে আপনাদের রুটিন তৈরি করা জানতে হবে। কারণ রুটিন বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। রুটিনকে বিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকান্ডের হৃৎপিন্ড বলা হয়। আলোচ্য অধিবেশনে ৬টি পর্বে শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত কাজগুলো, শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস ও কাজগুলো কার্যকর করার অনুশীলন, কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো শনাক্তকরণ, কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশলগুলোর অনুশীলন, বিদ্যালয়ের রুটিন প্রণয়নের সুবিধাগুলো ও রুটিন প্রণয়নের নীতিমালা সংক্রান্ড় আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত কাজগুলো (Routine Work) শনাক্ত করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস ও কাজগুলো কার্যকর করার জন্য অনুশীলন করতে পারবেন।
- কার্যকর শ্রেণিব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- কার্যকর শ্রেণিব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশলগুলোর অনুশীলন করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ে রুটিন প্রণয়নের সুবিধাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ে রুটিন প্রণয়নের নীতিমালাগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

পাঠের শুরুতে চোখ বন্ধ করে নিজ এলাকার একটি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ দৃশ্যায়িত করুন। বিদ্যালয়টি কি একক জেন্ডার না মিশ্র জেন্ডারের? শিক্ষার্থীদের কী নিয়মে শ্রেণিকক্ষে আসন বণ্টন করা হয়? আপনি শ্রেণিকক্ষে দর্শক হিসেবে উপস্থিত হলে আসন বণ্টন চিত্রটি শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত কিনা বলুন।

পর্ব- কঃ প্রচলিত কাজগুলো শনাক্তকরণ

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, উপরে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছেন। বলুন তো এটা কিসের ছবি? হ্যাঁ, এটা একটা শ্রেণিকক্ষের ছবি। শ্রেণিকক্ষ সম্পর্কে তো আমাদের সকলেরই কমবেশি ধারণা আছে। কারণ শ্রেণিকক্ষে বসে পড়াশুনা করেই আমরা বড় হয়েছি। এখন আপনি দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে পড়াশুনা করছেন। কিন্তু এখনও আপনি শুক্রবারে নির্দিষ্ট স্টাডি সেন্টারে এসে নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে বসে পঠন-পাঠন কাজ সম্পন্ন করছেন। তাই শ্রেণিকক্ষ আমাদের সবার কাছেই খুব পরিচিত।

কাজ- ১

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, শ্রেণিকক্ষ এবং শ্রেণিব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার ধারণা আপনার খাতায় লিখুন।

কাজ- ২

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, শ্রেণিকক্ষের কতগুলো প্রচলিত কাজ আছে যেগুলো ছাড়া শিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে না। আপনি আপনার টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করে বা আগে শিক্ষার্থী থাকাকালীন সময়ে আপনার শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে যে সব কাজ করতে দেখেছেন সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- খঃ শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস ও প্রচলিত কাজগুলো কার্যকর করার অনুশীলন

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, নিচের ছকটিতে শ্রেণিকক্ষে প্রচলিত কাজগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

ধরণ	শ্রেণিকক্ষের কাজ
পাঠের শুরু	▪ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি যাচাই করা ▪ ▪ ▪
পাঠ চলাকালীন সময়	▪ শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ ▪ ▪ ▪
পাঠ সমাপ্তি	▪ শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা ▪ ▪ ▪

কাজ- ২

মনে করুন, আপনি একজন শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন সময়ে আপনি কীভাবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করবেন? সে সম্পর্কে আপনার খাতায় লিখুন।

পর্ব- গঃ কার্যকর শ্রেণিব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো চিহ্নিতকরণ

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, শিক্ষার্থীদের কাছে শিখনকে আকর্ষণীয় ও স্থায়ী করার জন্য শিক্ষক হিসেবে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এই ব্যবস্থাগুলোকে শ্রেণিব্যবস্থাপনা বলে। শ্রেণিব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল আছে। এই কৌশলগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা–

- শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণের কৌশল।
- প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কৌশল।
- সহায়ক শিখন সামগ্রী ব্যবহারের কৌশল।

- শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনার কৌশল।

কাজ- ১

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো পড়ুন এবং বিষয় বাছাই করে গ্রুপভিত্তিক নিচের ছকটি পূরণ করুন।

শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, আসন বিন্যাস, শিখন সামগ্রী বিতরণ, আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, উপকরণ ব্যবহার, শিক্ষকের চলাফেরা, শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ, চকবোর্ড স্থাপন, শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ ও ত্যাগ, মনোযোগ আকর্ষণ, প্রশ্নকরণ, উত্তর আদায়, শিখণ সামগ্রী সংরক্ষণ, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ।

শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ	প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কৌশল	শিখন সামগ্রীর ব্যবহার কৌশল	শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনার কৌশল

পর্ব- ঘঃ রুটিন প্রণয়নের সুবিধা

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচির সময়ানুপাতিক বন্টন তালিকা হলো রুটিন। বিদ্যালয়ের জন্য রুটিন অপরিহার্য। রুটিন ছাড়া শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। রুটিনকে বিদ্যালয়ের হৃৎপিন্ড বলে। রুটিনের মাধ্যমে কোন কর্ম দিবসে কোন শ্রেণিতে কোন সময়ে কোন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন তা নির্ধারণ করা যায়। এ ছাড়া কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কোন শিক্ষকের কাছে কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে এবং পঠন-পাঠন কার্যক্রমের মাঝে কতক্ষণ বিরতি থাকবে তা নির্ধারণ করা যায়। প্রত্যেক শিক্ষক কোন কক্ষে কোন দিন, কতটুকু সময়, কোন বিষয় পড়াবেন তার দৈনন্দিন হিসাবসহ এক সপ্তাহের পুরো হিসাব থাকে রুটিনে। তাই রুটিনকে বিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকান্ডের হৃৎপিন্ড বলে। হৃৎপিন্ড যেমন গোটা শরীরের সব কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে রুটিন তেমনি বিদ্যালয়ের সব কাজের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।

কাজ- ১

রুটিনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন কাজে কী কী সুবিধা হয় তার একটি তালিকা তৈরি

করুন।

পর্ব- ঙঃ রুটিন প্রণয়নের নীতিমালা

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, বিদ্যালয়ের রুটিন তৈরি করার সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যবিষয় এবং স্কুলের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারণ, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান ইত্যাদি বিবেচনা করে রুটিন তৈরি করতে হবে। র"টিন তৈরি করার সময় প্রথমে সময়ের কথা বিবেচনা করতে হবে। সপ্তাহে স্কুল সময় কি পরিমাণ পাওয়া যাবে সে অনুযায়ী আপনাকে রুটিন তৈরি করতে হবে। পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে বিষয়গুলোর ক্রমবিন্যাস করতে হবে। কঠিন বিষয়গুলো বিরতির আগে দিতে হবে। কারণ এ সময় তাদের মন সতেজ থাকে। এ ছাড়া রুটিন তৈরি করার সময় মোট পিরিয়ডের সংখ্যা, শিক্ষার্থীদের বয়সের কথাও মাথায় রাখতে হবে।

কাজ- ১

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির জন্য একটি রুটিন তৈরি করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

- **শ্রেণিকক্ষ:** বিদ্যালয়ে কার্যকরভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য শ্রেণিকক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণিকক্ষ হচ্ছে বিদ্যালয়ের এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান যেখানে একটি নির্দিষ্ট স্ড়রের শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করে।
- **শ্রেণিব্যবস্থাপনা:** বিদ্যালয় পরিচালনায় শ্রেণিব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনকে আকর্ষণীয়, স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাকে শ্রেণিব্যবস্থাপনা বলে।
- **একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত রুটিন কাজ করতে হবে:**
  - শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস করা।
  - শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রেকর্ড করা।
  - শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।
  - শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
  - চকবোর্ডের ব্যবহার করা।
  - পাঠের শুরুতে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করা।
  - পাঠের মধ্যে শ্রেণির মনোযোগ আকর্ষণ করা।
  - শিক্ষণ সামগ্রী বন্টন করা।
  - শিক্ষণ সামগ্রী সংগ্রহ করা।
  - শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা।
  - প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা।
  - শ্রেণি পর্যবেক্ষণ করা।
  - শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- **শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত কাজগুলো:**

এক নজরে শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত কাজগুলো	
পাঠের শুরু	▪ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ▪ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর আসন ব্যবস্থা ▪ কুশল বিনিময় ▪ পাঠের উপকরণ ▪ শিক্ষার্থীর জিনিসপত্র ব্যবস্থাপনা
পাঠ চলাকালীন	▪ শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ ▪ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার ▪ প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীর সাড়া

	▪ শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর ও সক্রিয় রাখা ▪ নিরাপত্তা রীতি
পাঠ সমাপ্তি	▪ শ্রেণি পরিষ্কার ▪ শিখন সামগ্রী ▪ শিক্ষকের বিদায়ী শুভেচ্ছা

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল

(ক) শ্রেণিকক্ষ সাজানোর কৌশলঃ

- পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা।
- শ্রেণিকক্ষের আয়তন।
- শিক্ষার্থীদের বসার উপযোগী আসবাবপত্র।
- চকবোর্ডের সঠিক স্থাপন।
- উপকরণ গুছিয়ে রাখা।
- নিরিবিলি পরিবেশ।
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

(খ) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কৌশলঃ

- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রেকর্ড করা।
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের নির্দেশনা দেওয়া।
- ক্লাশ শুরুর পূর্বে, চলাকালীন এবং পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা।
- অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
- শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা।
- নিয়মিত হাজিরা পর্যবেক্ষণ করা।
- একক, জোড়া ও দলীয় কাজে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া।

(গ) সহায়ক শিখন সামগ্রী ব্যবহারের কৌশলঃ

- পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রী প্রস্তুত করা।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রী সংগ্রহ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠসামগ্রী বন্টন করা।
- পাঠের শেষে শিখন সামগ্রী ফেরত আনা।
- শিখন সামগ্রী সংরক্ষণ করা।
- শিক্ষণ সংক্রান্ত সকল সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(ঘ) শিখন শেখানোর ব্যবস্থাপনার কৌশলঃ

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অবস্থান ও চলাফেরা।

- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।
- পাঠসংশ্লিষ্ট উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা।
- শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর রাখা।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার।
- প্রশ্নকরণে সঠিক কৌশল অনুসরণ করা।
- সুষ্ঠুভাবে চকবোর্ড ব্যবহার করা।
- শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।
- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল অনুসরণ করা।

র“টিন

বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম শেষ করতে হয়। শিক্ষাক্রম ছাড়া বর্তমানে নানা ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক কাজও বিদ্যালয়কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়। তাই বিদ্যালয়ের কাজ সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন করতে পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম কীভাবে শেষ করা যায় এবং সে সঙ্গে বিদ্যালয়ের অন্যান্য বহু কাজ সুসম্পন্ন করা যায় সেই লিখিত পরিকল্পনাকে রুটিন বলে।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

শ্রেণিকক্ষ:

শ্রেণিকক্ষ হচ্ছে বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট কক্ষ যে কক্ষে বসে একটি নির্দিষ্ট স্ড়রের নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পঠন-পাঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনা:

শিক্ষার্থীর নিকট শিখনকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও স্থায়ী করার জন্য এবং শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষক যে সকল কৌশল অবলম্বন করেন তাকে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বলে।

কাজ- ২

- শিক্ষার্থীর উপস্থিতি রেকর্ড করা
- শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ
- আসন বিন্যাস
- শুভেচ্ছা বিনিময়
- শ্রেণিকক্ষের আলো-বাতাস
- শিক্ষকের চলাফেরা
- সহায়ক পাঠসামগ্রী বিতরণ
- শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ
- শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ
- উপস্থাপন
- দলীয় কাজের জন্য দল গঠন করা
- চকবোর্ড ব্যবহার করা
- প্রশ্নোত্তরে সাহায্য করা
- শিখন সামগ্রী সংগ্রহ
- অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
- পাঠ শেষে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগের সময় চকবোর্ড পরিষ্কার করা।

পর্ব- খ

কাজ- ১

নিজে করুন।

কাজ- ১

নিজে করুন।

পর্ব- গ

কাজ- ১

নিজে করুন।

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

রুটিন প্রণয়নের সুবিধা

- নির্ধারিত সময়ে বিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম এবং শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হয়।
- রুটিনে প্রতিদিনের কর্ম বিবরণ দেওয়া থাকে বলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারে।
- পাঠ বণ্টনের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পদ্ধতিগত কাজ করার মানসিকতা বজায় থাকে।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, কর্মাভ্যাস বৃদ্ধি পায়।
- সারা বছর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর রাখে।
- শিক্ষকদের ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

রুটিন প্রণয়নের নীতিমালা

রুটিন হচ্ছে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘড়ি। মানুষের হৃৎপিন্ডের মত বিদ্যালয়ের সময়সূচি এই রুটিনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। রুটিন প্রণয়নের সময় কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। নীতিমালাগুলো হচ্ছে–

- শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জাতীয় নীতির সাথে মিল রেখে রুটিন প্রণয়ন করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্ব, কাঠিন্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ে সে বিষয়ে সাপ্তাহিক পিরিয়ডের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।
- সকল শিক্ষককে সমানভাবে দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে।
- রুটিনে সপ্তাহের প্রথম ও শেষ দিন অপেক্ষাকৃত সোজা বিষয়গুলো রাখতে হবে।
- শিক্ষকদের ক্লাসের মধ্যে গ্যাপ দিতে হবে। কোন শিক্ষকের পর পর যাতে ক্লাস না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- রুটিনে প্রতিদিন এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় বিরতি না দিয়ে অল্প অল্প করে দু'বার বিরতি দেওয়া উচিত।
- প্রত্যেক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের কথা বিবেচনা করে বিষয় বন্টনের মাধ্যমে রুটিন তৈরি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে একঘেয়েমী না আসে সেজন্য প্রতিদিনের কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন।

- রুটিনে শিক্ষার্থীদের বয়স, কর্মক্ষমতা, মানসিক ক্ষমতা বিবেচনা করে সময় ও বিষয় বন্টন করতে হবে।
- রুটিনে বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ক্রমবিন্যাস করতে হবে। কঠিন বিষয়গুলো বিরতির আগে দেওয়া উচিত কারণ এ সময় শিক্ষার্থীদের মন সতেজ থাকে।

পর্ব- ঙ

কাজ- ১

নিজে করুন।

মূল্যায়ন

১. শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিব্যবস্থাপনা কী? একজন শিক্ষকের জন্য শ্রেণি ব্যবস্থাপনার জ্ঞান কেন গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন।

২. শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের প্রচলিত কাজগুলো শনাক্ত করুন। কোন কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন এবং কেন?

৩. কার্যকর শ্রেণিব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো চিহ্নিত করুন।

৪. রুটিন কী? রুওটিন প্রণয়নের সুবিধাজনক দিকগুলো উল্লেখ করন।

৫. রুটিনকে বিদ্যালয়ের হৃৎপিন্ড বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।

৬. রুটিন প্রণয়নের সময় কোন কোন নীতিগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ইউনিট- ৩ অধিবেশন- ২

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির ব্যবহার

ভূমিকা

অতীতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকই প্রধান ছিলেন, শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় শ্রোতা এবং গৃহীতা হিসেবে অত্যন্ত বিনম্রভাবে উপস্থিত থাকত। সে সময় তার কাজ ছিল শুধু মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা। শিখন প্রক্রিয়ায় তার কোন অংশগ্রহণ থাকতো না। কিন্তু আধুনিক শিখন-শিখন পদ্ধতি পুরোপুরি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। বর্তমানে শিক্ষকের ভূমিকা বন্ধুর এবং সহায়তাকারীর। শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। শিক্ষক হিসেবে তাই বর্তমান সময়ে আপনাকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে। তাই আপনাকে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে। আলোচ্য অধিবেশনে ৫টি পর্বে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে ছদ্মশিক্ষণের কার্যকারিতা, ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো কৌশল, দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্তিকরণ কৌশল, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-নির্দেশনা দানের পার্থক্য নিরূপণসহ নির্দেশনাদানের কৌশলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগে ছদ্মশিক্ষণের কার্যকারিতা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বাস্তবায়নে ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে জোড়া কাজ, দলীয় কাজ ও মাথা খাটানোর কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।
- দলীয় আলোচনায় কৌশলে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অংশবিশেষের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্তকরণ কৌশল শনাক্ত করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ নির্দেশনা দানের পার্থক্য নিরূপণসহ নির্দেশনাদানের কৌশলগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগে ছদ্মশিক্ষণের কার্যকারিতা

প্রাচীনকালে শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক। শিক্ষকই ছিলেন শিক্ষা পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ছিলেন সক্রিয় আর শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয়। শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানের আধার বা জগ যা জ্ঞানে পূর্ণ এবং শিক্ষার্থী শূন্য 'মগ' অর্থাৎ বিষয়বস্তুর জ্ঞানের শূন্যতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। শিক্ষকের জগ থেকে জ্ঞান নিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের মগ পূরণ করতো। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা দিয়ে যেতেন আর শিক্ষার্থীরা কোন ব্যাখ্যা বিশে- ষণ ছাড়াই তা গ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। বর্তমানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রধান উপাদান শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও নয়, পাঠ্যক্রমও নয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, অনুরাগ, প্রবণতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ রেখে শিক্ষক তাঁর শিখনে সহায়তা করবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে বন্ধুর মত, শিক্ষক তার উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দিবেন না। তাই আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে কার্যকর করতে হলে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সুযোগ দিতে হবে। এসব সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগে শিক্ষকের ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আছে- জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো কৌশল, ছদ্মশিক্ষণ।

কাজ- ১

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, বইটি বন্ধ করে ৫ মিনিট ভাবুন। এখন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ছদ্মশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী হতে পারে তা আপনার শ্রেণির খাতায় লিখুন।

পর্ব- খঃ ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ও মাথা খাটানো কৌশল

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, ছদ্মশিক্ষণ শব্দটি দ্বারা Mock up বা ভান করা বুঝানো হয়। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা পাঠদান কৌশল আয়ত্ত্ব করার জন্য অনুশীলন করেন। এটি একটি শিক্ষণ

পদ্ধতি। এটি অনেকটা অভিনয় করার মত। এখানে প্রশিক্ষণার্থীদেরই শিক্ষক আবার শিক্ষার্থীদের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। শ্রেণি পাঠদানে শিক্ষকদের দক্ষ করে তোলার জন্য এ পদ্ধতিতে বাস্তব অবস্থার সাথে মিল রেখে শ্রেণিকক্ষের কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করা হয়।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, এই পর্বটি আপনি আপনার টিউটোরিয়াল ক্লাসে অনুশীলন করবেন। কাজ- ১ এ দেওয়া বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে প্রথমে একা চিন্তা করবেন এরপর জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ও মাথা খাটানোর কৌশল প্রয়োগ করে ২০ মিনিটের মধ্যে ছদ্মশিক্ষণে পাঠদানের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করবেন। টিউটরের নির্দেশক্রমে দলের যে কোন একজন পাঠদান করবেন এবং ২ জন পযবেক্ষক এবং অন্যরা শিক্ষার্থীদের ভূমিকা পালন করবেন। পাঠদানের সময় পাঠদানের করণীয় কাজগুলোসহ (শুভেচ্ছা, পূর্বজ্ঞান যাচাই ও সমাপ্তি) ১০ মিনিটের মধ্যে পাঠ শেষ করবেন।

কাজ- ১

পদ্ধতি/কৌশল	মূল কাজ	কাজের নির্দেশনা
জোড়ায় কাজ	▪ নাগরিক কাকে বলে? ▪ সুনাগরিকের গুণাবলী কী কী?	▪ নাগরিক কাকে বলে সে সম্পর্কে একা চিন্তা করুন। ▪ সহপাঠীর সাথে তথ্য আদান প্রদান করুন। ▪ জোড়ায় নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। ▪ শিক্ষকের সহযোগিতার মাধ্যমে ধারণা পরিস্কার করুন।
দলীয় কাজ/মাথা খাটানো	▪ নাগরিকতা লাভের উপায়গুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা প্রদান করুন।	▪ ৬/৭ টি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করা। ▪ দলে ১ জন দলনেতা নির্বাচন করা। ▪ প্রত্যেক দলের নাগরিকতা লাভের ১টি উপায় নিয়ে কাজ করা। ▪ দলগত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ▪ অন্যদলের সাথে মতামত বিনিময় করা। ▪ দলনেতা কর্তৃক উপস্থাপন। ▪ সারাংশ প্রস্তুত করা।

পর্ব- গ

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আগের পর্বে আপনারা ছদ্মশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। চোখ বন্ধ করে ছদ্মশিক্ষণে শিক্ষণের সময়ে দলীয় আলোচনা কীভাবে করেছেন এবং এর কৌশল কতটুকু কার্যকর সে সম্পর্কে ভাবুন।

এবার আপনি এ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অংশ হিসেবে দলীয় আলোচনা কৌশলের যৌক্তিকতা আপনার বাড়ির খাতায় লিখুন।

পর্ব- ঘঃ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্তকরণ কৌশল

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীদের একক, জোড়া ও দলীয় কাজের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কৌশলগুলো অবলম্বন করতে হয়:

- পাঠ্যবিষয়ের কোন নির্দিষ্ট অংশে এককভাবে পড়তে বলা।
- পাঠের অংশ থেকে সংজ্ঞা বা তালিকা খাতায় লিখতে বলা।
- একই বেঞ্চে জুটি হয়ে আলোচনা করে (সংজ্ঞা, তালিকা বা উপাদান) সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- তারপর একই বেঞ্চে/ডেস্কে পাশাপাশি ৪/৫ জন বা সামনে বেঞ্চের শিক্ষার্থীদেরকে পিছনে বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করা।
- দলীয়ভাবে আলোচনা করে (সংজ্ঞা, উপাদান, তালিকা প্রস্তুত) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, শ্রেণিকক্ষে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী হলে কীভাবে শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষাথীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন সে সম্পর্কে আপনার খাতায় লিখুন।

পর্ব- ঙঃ শিক্ষণ, নির্দেশনা এবং নির্দেশনা দানের কৌশল

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং শিখন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেন তাই হল শিক্ষণ। আর নির্দেশনা হল শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য শিক্ষকের মৌখিক বা লিখিত নির্দেশনাবলি যা শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করে।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, টিউটোরিয়াল ক্লাসে ছদ্মশিক্ষণ অনুশীলন করুন এবং ছদ্মশিক্ষণে পাঠদান থেকে লিখিত ও মৌখিক নির্দেশনা চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

কাজ- ২

ছদ্মশিক্ষণ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ শীট প্রস্তুত করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির ব্যবহার

অতীতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাই ছিল মূখ্য। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতার মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন এবং শিক্ষার্থীরা নীরব শ্রোতা হয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতো। এতে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় থাকতো, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। শ্রেণিকক্ষ পাঠদানে শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানের আধার বা 'জগ' যা জ্ঞানে পূর্ণ আর শিক্ষার্থীরা বক্তৃতার শ্রোতা হয়ে তার শূন্য 'মগ' পূরণ করতো। শিক্ষার্থীদের বয়স, চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতার উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না। এতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সঠিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। যুগের সাথে সাথে শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে এবং এটা সত্য বলে প্রমাণিত হযেছে যে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী শুধু জ্ঞান আহরণের পাত্র নয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে হবে এবং কর্মতৎপর রাখতে হবে। তাদের বয়স, চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান করতে হবে। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তার সাথে আনন্দদায়ক পরিবেশে শিখনে অংশগ্রহণ করবে, শিক্ষক তাদের সহায়তা করবেন। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এসব সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে শিক্ষকের ইতিবাচক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। এতে শিক্ষার্থীর শিখন বৃদ্ধি পায়।

◊ ছদ্মশিক্ষণ (Simulation) কৌশল

ছদ্মশিক্ষণের ইংরেজি নাম Simulation. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত্ব করার এটি একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো আয়ত্ত্ব করার জন্য অনুশীলন করেন। এ পদ্ধতিতে বাস্ড়ব শ্রেণিকক্ষ ও বাস্ড়ব শিক্ষার্থীর পরিবর্তে কৃত্রিম শিক্ষার্থী, কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠদান অনুশীলন করা হয় বলে একে ছদ্মশিক্ষণ বলে। এ পদ্ধতিতে বাস্তব অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রেখে শ্রেণিকক্ষের কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে একজন শিক্ষকের ভূমিকা এবং অন্যরা সুনির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করে বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে।

ছদ্মশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

- কৃত্রিম উপায়ে শ্রেণি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।
- একজন প্রশিক্ষণার্থীকে শিক্ষকের ভূমিকা পাঠদান করতে হয়।
- ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থী পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন দেয়।
- মূল্যায়নের জন্য ৩/৪/৫ পয়েন্টের স্কেলে বিবৃতি তৈরি করা হয়।
- অন্যসব সতীর্থ শিক্ষার্থীরা ছাত্রের ভূমিকা পালন করে।
- পাঠদান শেষে প্রশিক্ষক, সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী এবং পর্যবেক্ষক সবাই মিলে পাঠদান সম্পর্কে কলাকৌশলের গঠনমূলক সমালোচনা করে।

ছদ্ম শিক্ষণের ফলে–

- পাঠ পরিকল্পনার উন্নতি করা সম্ভব হয়।
- শিখনের সবগুলো কৌশল একবারে অনুশীলন করা যায়।
- সমগ্র পাঠটি উপস্থাপন করা যায়।
- পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে পাঠদানের দক্ষতা বাড়ানো যায়।
- পর্যবেক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তিনটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শিখনের কৌশলগুলো আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হয়।
- ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সাথে পরিচিতি ঘটে।

◊ জোড়ায় কাজের কৌশল

যে কোন বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে দু'জন করে শিক্ষার্থীর দল গঠন করে চিন্তা ভাবনা, মত বিনিময় করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করাকে জোড়ায় কাজের কৌশল বলে।

বৈশিষ্ট্য

- একজন সহপাঠী বা প্রশিক্ষণার্থীর সাথে একত্রে বসে একটি বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।
- জুটি বেঁধে সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজা।
- একে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা ও গুরুত্ব দেয়া।
- অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা।

জোড়া গঠন হতে পারে

- পাশাপাশি বসা দু'জন সহপাঠীর সাথে।
- রোল নম্বর অনুযায়ী যেমন ১ এবং ২, ৩ এবং ৪ অথবা জোড়/বিজোড় যেমন ১ এবং ৩, ২ এবং ৪।
- একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা জোড়া।
- নাম এর প্রথম অক্ষর দিয়ে।
- পোশাকের রং দিয়ে জোড়া হতে পারে।

◊ দলীয় কাজের কৌশল

পাঠদানের যে কোন বিষয়বস্তু হতে অনেকগুলো চিন্তামূলক প্রশ্ন বা সমস্যা বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রদান করা এবং দলীয় মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করার কৌশলকে দলীয় কাজ বলে।

বৈশিষ্ট্য

- শ্রেণিতে ৫/৭ জন শিক্ষার্থী একত্রে বসে কাজ করা।
- এক বা একাধিক সমস্যা নিয়ে কাজ করা।
- দলের অন্তর্ভুক্ত সবার মতামত পর্যালোচনা করা।
- একে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
- সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা।
- দলের একজনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।
- অপেক্ষাকৃত বড় সমস্যা নিয়ে কাজ করা।

দলের গঠনের ক্ষেত্রে

- নামের অদ্যাক্ষর এক দেখে ৫/৭ জন শিক্ষার্থীকে এক দলের সদস্য বানানো যেতে পারে।
- শ্রেণির শিক্ষার্থীর পছন্দ/অপছন্দ অনুযায়ী।
- বিভিন্ন রং-এর কাগজ টুকরা করে বাক্সে ফেলে লটারীর মাধ্যমে একই রং-এর কাগজ উত্তোলনকারীদের একই দলের সদস্য বানানো যেতে পারে।
- লটারীর মাধ্যমে মাছ, ফুল, পাখি, ফল ইত্যাদির নাম কাগজে লিখে একই নাম বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে দল গঠন করা যেতে পারে।
- শ্রেণির রোল নম্বর অনুযায়ী দল গঠন করা যেতে পারে

যেমন - | ১, ২, ৩, ৪, ৫ | ও | ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ |

◊ মাথা খাটানো কৌশল

কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য একক বা দলীয়ভাবে গভীরভাবে চিন্তা করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করাকে মাথা খাটানো কৌশল বলে।

বৈশিষ্ট্য

- সমস্যা সমাধানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।
- গভীরভাবে চিন্তা করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা।
- ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ।
- শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ও কর্মতৎপর থাকে।
- সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

প্রয়োগ কৌশল

- ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে হয়।
- নিয়মানুযায়ী দল গঠন করতে হয়।
- বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যাকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়।
- প্রত্যেক দলের জন্য পৃথক সমস্যা দেওয়া হয়।
- দলের প্রাপ্ত সমাধান পোষ্টার পেপারে লেখা হয়।
- অন্য দলের মতামত নেওয়া হয়।
- দলভিত্তিক উপস্থাপন করতে হয়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভক্তিকরণ কৌশল

শ্রেণিকক্ষে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী হলে-

- পাঠ্যবিষয়ের কোন নির্দিষ্ট অংশ এককভাবে পড়তে বলা।
- পাঠ্যবিষয়ের অংশ থেকে সংজ্ঞা বা তালিকা খাতায় লিখতে বলা।
- একই বেঞ্চে জুটি হয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- তারপর একই বেঞ্চে/ডেস্কে পাশাপাশি ৪/৫ জন বা সামনের বেঞ্চের শিক্ষার্থীদেরকে পিছনের বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করা।
- দলীয়ভাবে আলোচনা করে (সংজ্ঞা, তালিকা, উপাদান) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দানের কৌশল

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য শিক্ষকের পরিকল্পনা, আয়োজন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা ও পরিবেশ সৃষ্টি হলো শিক্ষণ।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষণ নিশ্চিত করতে হলে নির্দেশনার সুস্পষ্টতা ও ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।
- নির্দেশনাই শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর করে তোলে এবং কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করে।
- নির্দেশনা লিখিত হলে ভাষা সহজ হতে হবে।
- নির্দেশনা মৌখিক হলে সুস্পষ্ট হতে হবে।
- নির্দেশনার ধারাবাহিকতাও সহজে বোধগম্য হতে হবে।
- নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কী না এবং অনুসরণ করছে কী না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

ছদ্মশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যঃ

- কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষ ও পরিবেশ তৈরি করা।
- একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করা।
- ২/৩ জন শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন দেওয়া।
- মূল্যায়ন/ফলাবর্তনের জন্য ৩/৪/৫ পয়েন্টের স্কেলে বিবৃতি তৈরি করা।
- অন্যান্য সহপাঠীদের শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করা।
- পাঠদানের পর প্রশিক্ষক, সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী এবং পর্যবেক্ষক সবাই মিলে পাঠদানের কলাকৌশলের গঠনমূলক সমালোচনা করা।

পর্ব- খ

কাজ- ১

নিজে করুন।

পর্ব- গ

কাজ- ১

দলীয় আলোচনা কৌশলের যৌক্তিকতা:

দলীয় আলোচনা দলের সদস্যদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য চিন্তা শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। এ পদ্ধতিতে সমস্যার স্বরূপ ও পরিধি শিক্ষার্থীকে লিখতে হয় এবং দলের সবার সাথে মত বিনিময় করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এতে দলের সব সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই দলীয় আলোচনা এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত একটি কার্যকর কৌশল বলে বিবেচিত হয়।

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

শ্রেণিকক্ষে কম শিক্ষার্থী হলে–

- দল গঠনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- শ্রেণিতে দলের আলাদা বসার সুযোগ থাকলে বিভিন্ন রং এর কাগজ লটারি, নামের আদ্যক্ষর অথবা ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী ৫/৬ জনের দলে বিভক্ত করে ফুল বা পাখির নাম দিতে পারেন।
- শ্রেণিতে উঁচু বেঞ্চ হলে সামনের বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের পিছনের বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি করে দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত করে দল গঠন করা যেতে পারে।

কাজ- ২

ছদ্মশিক্ষণ (Simulation)

পর্যবেক্ষণ শীট (নমুনা)

নাম:	বিদ্যালয়:	তারিখ:				
সময়:	পাঠ নং:	বিষয়:				
বিষয়বস্তু		**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
১. পেশাগত দক্ষতা শৃঙ্খলাবোধ, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, ভাবভঙ্গি।						
২. পরিকল্পনা লক্ষ্য ও পাঠ পরিকল্পনা, ক্লাসের প্রস্তুতি।						
৩. বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বিষয়বস্তুর উপর আস্থা, উপকরণের ধারণা।						
৪. যোগাযোগ দক্ষতা উচ্চারণের স্পষ্টতা, দৃষ্টি বিন্যাস, শ্রেণিতে পায়চারি।						
৫. ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা, দ্বৈত বা দলীয় কাজ পরিচালনা, শ্রেণি শৃঙ্খলা, নিরীক্ষণ, দক্ষতা, পর্যবেক্ষণ, সময় ব্যবস্থাপনা।						
৬. আচরণ শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান, প্রশংসা করা, বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা, প্রেষণা জাগানো।						
৭. প্রশ্ন করার দক্ষতা উচ্চস্ড়রের প্রশ্ন প্রয়োগ, উন্মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর পরিচালনা, উত্তরের ত্রুটি সংশোধন।						
৮. শিক্ষা উপকরণ শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার, চকবোর্ডের ব্যবহার।						
মন্তব্য:						

পর্ব- ঙ

কাজ- ১

নিজে করুন।

কাজ- ২

নিজে করুন।

মূল্যায়ন

১. অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি কাকে বলে? শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার কেন প্রয়োজন?

২. ছদ্মশিক্ষণ (Simulation) কী? ছদ্মশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করন।

৩. শ্রেণিকক্ষে ছদ্মশিক্ষণ কেন প্রয়োগ করা হয়?

৪. 'ছদ্মশিক্ষণের ফলে পাঠদানের উন্নতি ঘটানো সম্ভব'- এ যুক্তির স্বপক্ষে আপনার মত দিন।

৫. জোড়ায় কাজের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? জোড়া কীভাবে গঠন করা যেতে পারে?

৬. দলীয় কাজ কী? দলীয় কাজের বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিন।

৭. দল গঠনের ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে?

৮. মাথা খাটানো কৌশল কাকে বলে? মাথা খাটানোর প্রয়োগ কৌশল আলোচনা করুন।

৯. শিক্ষণ ও নির্দেশনার পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করুন।

১০. শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদানের কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করুন।

১১. ছদ্মশিক্ষণের জন্য আপনার বিষয়ের ১০ মিনিটের একটি পাঠটীকা তৈরি করুন।

১২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির উপযোগিতা নির্ণয় করুন।

১৩. শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে আপনি কীভাবে জোড়ায় কাজ ও দলীয় আলোচনা কৌশল প্রয়োগ করবেন?

ইউনিট- ৩ অধিবেশন- ৩

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা

ভূমিকা

আমরা যখন কাজে আত্মনিয়োগ করি তখন সে কাজটি সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় এবং কাজটি কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সে সম্পর্কে পূর্বপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা যায় না। শিক্ষক হিসেবে আপনাদের প্রধান কাজ হলো শ্রেণি শিক্ষণ (Classroom Teaching)। শ্রেণি শিক্ষণ ফলপ্রসূ ও কার্যকর করতে হলে একটি পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষক হিসেবে কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, শিখনের কাজকে ফলপ্রসূ করার জন্য শ্রেণিকক্ষে কোন কোন পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করবেন, কী কী উপকরণ ব্যবহার করবেন, শিক্ষণের উদ্দেশ্য কী হবে, পাঠ শেষে কী কী শিখন ফল অর্জিত হবে, কী প্রশ্ন করবেন, কী উত্তর আসতে পারে, পাঠ শেষে শিখনফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো শ্রেণি শিক্ষণের আগেই আপনাকে ঠিক করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন পাঠ পরিকল্পনা। আলোচ্য অধিবেশনে ৪টি পর্বে আমরা পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, পাঠ পরিকল্পনার আবশ্যকীয় দিকগুলো এবং পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো নিয়ে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাঠ পরিকল্পনা কী এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠ পরিকল্পনার আবশ্যকীয় দিকগুলো শনাক্ত করতে পারবেন।
- পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো নির্বাচন করতে পারবেন।
- একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পর্ব- কঃ পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিক্ষণ একটি জটিল কাজ। এ কাজটি সুষ্ঠু ও সার্থক করতে হলে আপনাকে নানারকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে যা সম্পর্কে আগের পাঠগুলোতে আপনারা ধারণা পেয়েছেন। এজন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। জীবনের প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যেমন পরিকল্পনার প্রয়োজন তেমনি শিক্ষকতার কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন।

কাজ- ১

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, এবার চোখ বন্ধ করে একটু ভাবুন এবং পাঠ পরিকল্পনা কী সে সম্পর্কে আপনার ধারণা আপনার বাড়ির কাজের খাতায় লিখুন।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, পাঠ পরিকল্পনা কী সে সম্পর্কে ধারণা পেলেন। আসুন এখন আমরা পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করি। প্রত্যেক সৃষ্টিশীল কাজেরই একটি প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা থাকে। প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়া কাজ করা ও উদ্দেশ্যহীন নৌকা চালানো একই কথা। এর মাধ্যমে কোন লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির কাছে যেমন যুদ্ধের নীলনক্সা, একজন দক্ষ স্থপতির কাছে যেমন দালানের নীলনক্সা গুরুত্বপূর্ণ তেমনি একজন ভালো শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট পাঠের একটি নীলনক্সাই হলো পাঠপরিকল্পনা। পরিকল্পনা ছাড়া পাঠ কখনও সার্থক হতে পারে না। সময়মত পাঠ শুরু ও শেষ করা, পাঠকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করা, উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে।

কাজ- ২

শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন নিচের ছকটিতে তার কয়েকটি মতামত দেওয়া আছে। গুরুত্ব অনুসারে প্রতি মতামতের পাশে নম্বর বসান। (বেশি গুরুত্ব- ৩, গুরুত্ব- ২ এবং কম গুরুত্ব- ১)

শ্রেণি শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা	**গুরুত্ব**
পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায়।	
শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।	
শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।	
কর্মপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করা যায়।	
মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।	
শিক্ষণে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়।	
শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।	
শিক্ষার্থীদের যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচন করা যায়।	
পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।	
অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা যায়।	
পাঠকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলা যায়।	
কার্যকর শিখন সম্ভব হয়।	
যথাসময়ে পাঠ্যসূচি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।	

শিক্ষককে শ্রেণি শিক্ষণে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।	

পর্ব- খঃ উত্তম পাঠ পরিকল্পনার আবশ্যকীয় দিক

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপ আছে। এই ধাপগুলো অনুসরণ না করলে পাঠ পরিকল্পনাটি উত্তম বলে বিবেচিত হবে না এবং এর মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপগুলো হচ্ছে–

- পরিচিতি
- আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখন ফল
- সহায়ক সামগ্রী
- পদ্ধতি ও কৌশল
- প্রস্তুতি
- উপস্থাপন
- মূল্যায়ন
- বাড়ির কাজ
- পাঠ সমাপ্তি।

কাজ- ১

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, নিচের ধাপগুলো এলোমেলোভাবে বসানো আছে। নিজেরা চিন্ড়া করে ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখুন এবং ব্যাখ্যা করুন। (এখানে কোন ধাপটি প্রথম, দ্বিতীয় . . . . . হবে সেজন্য ধাপগুলোর বিপরীতে ক্রমিক নম্বর বসাতে হবে)।

ক্রমিক নং	ধাপ	ধারাবাহিক ক্রমিক নং	ব্যাখ্যা
১.	আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল		
২.	মূল্যায়ন (প্রশ্ন, দুর্বল দিক চিহ্নিত করা, অভীক্ষা প্রণয়ন)		
৩.	প্রস্তুতি (শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ, পূর্ববর্তী পাঠের সাথে সঙ্গতি বিধান, শুভেচ্ছা, পূর্বজ্ঞান যাচাই, পাঠ ঘোষণা)		
৪.	উপস্থাপন (পদ্ধতি, কৌশল, কার্যাবলি, নির্দেশনা)		
৫.	পরিচিতি (বিদ্যালয়ের নাম, শিক্ষকের নাম, শ্রেণি, বিষয় ইত্যাদি)		
৬.	সমাপ্তি (সারাংশ প্রস্তুত করা)		

৭.	বাড়ির কাজ (চিন্ড্রমূলক প্রশ্ন বা কাজ প্রদান)		
৮.	পদ্ধতি বা কৌশল		
৯.	সহায়ক সামগ্রী		

a

পর্ব- গঃ পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো নির্বাচন

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, নিচে দেওয়া পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো দুইটি লক্ষ্য করুন এবং দুইটি কাঠামোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করুন।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামো- ১

পরিচিতি	বিদ্যালয়ের নাম: শিক্ষকের নাম: রোল নম্বর:	বিষয়: পাঠ:
	শ্রেণি: মোট শিক্ষার্থী: গড় বয়স:	সময়: তারিখ:

- আচরণিক উদ্দেশ্য:
- সহায়ক সামগ্রী:
- পদ্ধতি বা কৌশল:
- প্রস্তুতি: ..... ০৫ মিনিট
  - শুভেচ্ছা বিনিময়, বাড়ির কাজ আদায়, শ্রেণিবিন্যাস
  - পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি:
  - কাজ/প্রশ্ন:
  - পাঠ ঘোষণা:
- উপস্থাপন: কার্যপ্রণালী: (শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ) ..... ২৫ মিনিট

পর্ব- ১: কাজের শিরোনাম ---------- সময়

- নির্দেশনা
- কর্মপত্র
- সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ২: কাজের শিরোনাম ---------- সময়

- নির্দেশনা
- কর্মপত্র
- সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ৩: কাজের শিরোনাম ---------- সময়

- নির্দেশনা
- কর্মপত্র
- সম্ভাব্য উত্তর

- মূল্যায়ন:
- বাড়ির কাজ:
- পাঠ সমাপ্তি:

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামো- ২

পরিচিতি	বিদ্যালয়ের নাম: শিক্ষকের নাম: রোল নম্বর:	বিষয়: পাঠ:
	শ্রেণি: মোট শিক্ষার্থী: গড় বয়স:	সময়: তারিখ:

- আচরণিক উদ্দেশ্য:
  -
  -
  -
  -
- সহায়ক সামগ্রী:
- পদ্ধতি বা কৌশল:
- প্রস্তুতি: ..... ০৫ মিনিট
  - শুভেচ্ছা বিনিময়, বাড়ির কাজ আদায়, শ্রেণিবিন্যাস
  - পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি:
  - কাজ/প্রশ্ন:
  - পাঠ ঘোষণা বা শিরোনাম বোর্ডে লেখা:

- উপস্থাপন: .... ২৫ মিনিট

সময়	শিক্ষকের কাজ ও নির্দেশনা	শিক্ষার্থীর কাজ
	কাজ বা পর্ব - ১	
	কাজ বা পর্ব - ২	
	কাজ বা পর্ব - ৩	

- মূল্যায়ন: ---------- ৫ মিনিট
- বাড়ির কাজ: ---------- ৫ মিনিট
- পাঠ সমাপ্তি: ---------- ৫ মিনিট

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, উপরোক্ত দুইটি পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে কোন কাঠামোটি উত্তম বা গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন এবং কেন? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি আপনার খাতায় লিখুন।

পর্ব- ঘ: একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের অনুশীলন

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু, আপনার স্কুল বিষয়ের মাধ্যমিক স্তরের যে কোন শ্রেণির একটি পাঠ নির্বাচন করুন এবং নির্বাচিত পাঠ পরিকল্পনার ছক কাঠামো অনুসরণ করে সেই পাঠটির একটি ৩০ মিনিটের উপযোগী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করুন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে এবং টিউটরের পরামর্শ নিয়ে পাঠ পরিকল্পনাটির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও উন্নয়ন করবেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

পাঠ পরিকল্পনা কী

একজন শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে কার্যকর ও ফলপ্রসূ পাঠদান। পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজ করলে সে কাজে যেমন সফলতা আশা করা যায় না তেমনি পাঠদানের জন্যও পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনা ছাড়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করলে সে পাঠদান শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ হয় না। তাই পাঠ পরিকল্পনা অপরিহার্য। পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার জন্য শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি। এতে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণের ব্যবহার ও মূল্যায়নের কলা-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকের পূর্ব পরিকল্পনা লিখিত থাকে।

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় দিকগুলো হলো–

- পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।
- কার্যকর শিখনে সহায়তা করা।
- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করা।
- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- কর্মপদ্ধতির সুষ্ঠু বিন্যস্তকরণে সাহায্য করা।
- মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে পাঠ উপস্থাপন করা।
- শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- মূল্যায়নের উপকরণ ও কৌশল নির্বাচন করা।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা।
- পাঠকে আকর্ষণীয় ও আনন্দায়ক করে উপস্থাপন করা।
- যথাসময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করার দিক নির্দেশনা থাকে।
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।

উত্তম পাঠ পরিকল্পনার আবশ্যকীয় দিক

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় নিচের বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে–

- **পরিচিতি**

পাঠ পরিকল্পনার প্রথমে থাকবে পরিচিতি। পরিচিতিতে বিদ্যালয়ের নাম, শিক্ষকের নাম, কোন শ্রেণীতে পাঠদান করবেন, কোন বিষয়, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষার্থীর গড় বয়স, শ্রেণি সময় ও তারিখ উলে- খ করতে হবে।

- **আচরণিক উদ্দেশ্য/শিখনফল**

পাঠ পরিকল্পনার এ অংশে আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখন ফল উলে- খ করতে হবে। উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষে সরাসরি পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে। কোন বিষয়বস্তু পাঠের পর শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কতটুকু পরির্তন হল তা পরিমাপ করা যাবে। উদ্দেশ্য লেখার সময় কর্মসম্পাদনমূলক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে। যেমন: ব্যাখ্যা করা, বিশে- ষণ করা, প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

- **সহায়ক সামগ্রী/উপকরণ**

পাঠটি যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সে জন্য পাঠ সংশি–ষ্ট আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যেমন: চক, ডাস্টার, পাঠ্যপুস্ড়ক, কর্মপত্র, চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি।

- **পদ্ধতি/কৌশল**

শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী, মনোযোগী ও সক্রিয় করে তোলার জন্য যথোপযুক্ত পদ্ধতি বা কৌশল নির্বাচন করতে হবে। উদাহরণ: একক কাজ, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ইত্যাদি।

- **প্রস্তুতি**

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়, বাড়ির কাজ আদায় ও শ্রেণিবিন্যাস এই পর্বের অন্ড়র্ভূত। এই পর্বে নতুন বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য পূর্ববর্তী পাঠের সাথে সংযোগ সাধন করা যায়। শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ যাচাই এবং পাঠ ঘোষণা দিতে হবে।

- **উপস্থাপন**

এই পর্বে মূল বক্তব্য বা মূল বিষয়বস্তু শিক্ষক কীভাবে শ্রেণিকক্ষে শেখাবেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যপ্রণালী প্রদান করতে হয়। শিক্ষকের শিক্ষণ উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশলের ধারাবাহিক ব্যাখ্যা দিতে হয়। এই পর্বে শিক্ষার্থীর নতুন জ্ঞান, ধারণা, সূত্র বা তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং দক্ষতা অর্জনে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। আকর্ষণীয়ভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য পাঠটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ধারাবাহিকভাবে পাঠদানে অগ্রসর হতে হয়। এজন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা, বয়স, মেধা, পরিবেশ, পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। উপস্থাপনের শেষে ফলাবর্তন বা সারাংশ তৈরি করতে হয়।

- **মূল্যায়ন**

এই পর্বে পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা হয়। এ জন্য পাঠের উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে প্রশ্ন বা অভীক্ষা প্রণয়নের মাধ্যমে যাচাই করতে হয়। তাছাড়া পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক তা মূল্যায়ন করতে পারেন। এই পর্বে সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিতে হয়।

- **বাড়ির কাজ**

এই পর্বে পাঠদানের বিষয়বস্তুর জ্ঞানের ধারণা বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য চিন্ড্রমূলক কাজ প্রদান করা হয়।

- **পাঠ সমাপ্তি**

এই পর্বে পাঠের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ গুছিয়ে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়।

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা- ১

বিদ্যালয়ের নাম: বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুল, গাজীপুর।

পরিচিতি	শ্রেণী: ৭ম শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ৪০ বয়সের গড়: ১২+ শিক্ষকের নাম: ক রোল নম্বর: ০০০০৬০ শিক্ষাবর্ষ: ----------	বিষয়: বাংলা (কবিতা) পাঠ: জন্মভূমি সময়: ৪৫ মিনিট তারিখ: ----------
শিখনফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা– ▪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচিতি উলে- খ করতে পারবে। ▪ কবিতাটি শুদ্ধভাবে ছন্দ ও ধ্বনি তরঙ্গ বজায় রেখে আবৃত্তি করতে পারবে। ▪ বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ উল্লেখ করতে এবং এসব শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করতে পারবে। ▪ কবিতার মূলভাব সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারবে।	
উপকরণ	▪ কবির ছবি ▪ তথ্যছক ▪ পাঠ্যপুস্তক ▪ পোস্টার পেপার।	
পদ্ধতি	▪ মাথা খাটানো ▪ দলীয় কাজ ▪ জোড়ায় কাজ।	

ধাপ	কাজ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
পাঠ সূচনা	পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক প্রস্তুতি	৩ মিনিট	শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবো এবং প্রয়োজনে শ্রেণিবিন্যাস করবো। পূর্বজ্ঞান যাচাই করে আজকের পাঠ উপযোগী নিচের প্রশ্নগুলো করবো– ১. আমরা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছি? ২. আমাদের জন্মভূমির নাম কি? ৩. আমাদের জন্মভূমির সৌন্দর্য কেমন? ৪. তোমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করতে পেরে কেমন অনুভব করো?	▪ শিক্ষার্থীরা কুশল বিনিময়ে সাড়া দেবে। ▪ বিন্যস্ত হয়ে নিজ আসনে বসবে এবং বাড়ির কাজ সংগ্রহ করে টেবিলে রাখবে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তর দেবে। – বাংলাদেশ। – বাংলাদেশ। – খুব সুন্দর। – খুব ভালো।
	পাঠ ঘোষণা	২ মিনিট	তারপর পাঠ ঘোষণা করে পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেব। ''জন্মভূমি''	শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখে নেবে।
উপস্থাপন	কবি পরিচিতি	৫ মিনিট	▪ শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় চিন্তা করে লেখকের পরিচিতি বিষয়ক তথ্যছক তৈরি করতে বলবো। ▪ শ্রেণিকাজ পর্যবেক্ষণ করবো। ▪ লেখকের তথ্যছক পোস্টার পেপারে লিখে টাঙানোর ব্যবস্থা করবো।	▪ শিক্ষার্থীর তথ্যছক তৈরি করবে। এতে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং উলে- খযোগ্য গ্রন্থের অবদানের নাম উল্লেখ করবে। ▪ শিক্ষার্থীরা তাদের লিখিত তথ্যছকের সাথে মিলিয়ে নেবে।
	আদর্শ পাঠ	৩ মিনিট	▪ কবিতাটি শুদ্ধ উচ্চারণে ছন্দ অনুযায়ী আবৃত্তি করবো।	▪ শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।

ধাপ	কাজ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
উপস্থাপন	সরব পাঠ ও উচ্চারণ সংশোধন	৫ মিনিট	১. শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ পরিচালনা করবো। ২. শিক্ষার্থী কর্তৃক ভুল উচ্চারিত শব্দগুলো শনাক্ত করে বোর্ডে লিখে দেব। ৩. মৌখিকভাবে শনাক্ত করা শব্দগুলোর উচ্চারণ করে দেব।	▪ ৩/৪ জনে সরব পাঠ করবে। ▪ সংশোধিত শব্দগুলোর উচ্চারণ করে নেবে।
	শব্দার্থ ও বাক্য গঠন	৫ মিনিট	১. শিক্ষার্থীদের দ্বারা চিহ্নিত নতুন শব্দ চকবোর্ডে লেখাবো। ২. জোড়ায় জোড়ায় চিন্ড্র করে অর্থ লিখতে ও বাক্য তৈরি করতে বলবো। সম্ভাব্য শব্দ: সার্থক, আকুল, প্রথম, গগন, নয়ন ইত্যাদি।	১. কবিতাটি পড়ে নতুন শব্দ চিহ্নিত করবে। ২. জোড়ায় জোড়ায় চিন্ড্র করে অর্থ লেখা ও বাক্য তৈরি করবে। ৩. শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ ও সংশোধন করবে।
	পাঠ বিশে- ষণ	১৫ মিনিট	শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে ১টি কাজ করতে দেব। (দল গঠনের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দু'বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের ১টি দল বিবেচনা করে মুখোমুখি বসিয়ে দেব) ১. কবি তার জীবনকে কেন সার্থক বলে মনে করেন? ২. জন্মভূমির কোন অতুলনীয় সৌন্দর্যে কবির চোখ জুড়ায়? ৩. আমাদের দেশে কী ধরনের ধনসম্পদ আছে? দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবো এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেব।	▪ দলীয়ভাবে নিজেরা আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখবে। ▪ দলের মধ্যে থেকে ১ জন উপস্থাপন করবে। ▪ আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেবে।

ধাপ	কাজ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
প্রয়োগ	মূল্যায়ন	৪ মিনিট	আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা জানার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবো এবং উত্তর আদায়ে সহযোগিতা করবো। ১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোথায়? ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং নাম কী? ৩. বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা কে? ৪. জন্মভূমি কবিতাটিতে জন্মভূমির প্রতি কবির কী ফুটে উঠেছে?	শিক্ষার্থীরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে: ১. ১৮৬১ সালের ৭ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে জন্মগ্রহণ করেন। ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিড় নিকেতন এবং বিশ্বভারতী নামে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. কবির মমত্ব ও দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।
	বাড়ির কাজ	২ মিনিট	নিচের প্রশ্নটি বোর্ডে লিখে দেব: ▪ 'জন্মভূমি' কবিতার ভাবার্থ লেখ।	শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ খাতায় তুলে নেবে।
	পাঠ সমাপ্তি	১ মিনিট	আজকের পাঠের সংক্ষিপ্ত সারাংশ চকবোর্ডে তৈরি করে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠ সমাপ্তি করবো।	শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে বিদায় জানাবে।

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা- ২

বিদ্যালয়ের নাম: বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুল, গাজীপুর।

পরিচিতি	শ্রেণী: ৭ম মোট শিক্ষার্থী: ৪০ গড় বয়স: ১২+ শিক্ষকের নাম : ক রোল নম্বর: ০০০০৬০	বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ: পরিবার সময়: ৪৫ মিনিট তারিখ: ----------
শিখনফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা– ▪ নাগরিকের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবে। ▪ নাগরিকের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ▪ সুনাগরিকের গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ▪ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বিশে- ষণ করতে পারবে।	
উপকরণ	▪ পাঠ্যপুস্তক ▪ চকবোর্ড ▪ তালিকা সম্বলিত চার্ট।	
পদ্ধতি বা কৌশল	▪ জোড়ায় কাজ ▪ দলীয় কাজ ▪ একক কাজ ▪ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা।	
প্রস্তুতি	▪ শ্রেণিতে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করবো ও বাড়ির কাজ আদায় করবো। ▪ প্রয়োজনবোধে শ্রেণিবিন্যাস এবং দল গঠন করবো।	

ধাপ	কাজ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
প্রস্তুতি	পূর্বজ্ঞান	৫ মিনিট	শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের জন্য মানসিক প্রস্তুতিকালে নিচের প্রশ্নগুলো করবো: ▪ নাগরিক কাকে বলে প্রথমে এককভাবে চিন্তা করতে বলবো। ▪ তারপর পাশের জনের সাথে জোড়ায় বেধে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবো এবং ৫-৭ জন থেকে উত্তর আদায় করে চকবোর্ডে লিখে দেব।	
	পাঠ শিরোনাম	২ মিনিট	▪ তাদের উত্তরের মধ্যে আজকের পাঠের শিরোনাম 'নাগরিকতা' বোর্ডে লিখে দেব এবং তাদের খাতায় লিখতে বলবো।	শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখে নেবে।
উপস্থাপন		৮ মিনিট	কাজ- ১: সুনাগরিকের গুণাবলি: ▪ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৭২ নং পৃষ্ঠা খুলতে বলবো। ▪ পাশাপাশি দু'জনে মিলে সুনাগরিকের গুণাবলির একটি তালিকা খাতায় লিখতে বলবো। ▪ ৪-৫ জোড়া থেকে তৈরিকৃত তালিকা নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে পড়তে বলবো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দেব।	▪ পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় সুনাগরিকের গুণাবলি জোড়ায় জোড়ায় চিন্তা করে খাতায় লিখবে। ▪ তালিকাটি উপস্থাপন এবং সংশোধন করে নেবে।

ধাপ	কাজ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
উপস্থাপন		৮ মিনিট	কাজ- ২: অধিকার কাকে বলে এবং অধিকারের শ্রেণিবিভাগ: ▪ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অধিকার কাকে বলে এবং অধিকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে এককভাবে চিন্তা করতে বলবো। ▪ দৈব চয়নের মাধ্যমে ৮-১০ জন থেকে অধিকার কাকে বলে এবং অধিকারের শ্রেণিবিভাগ জানতে চাইবো এবং চকবোর্ডে এর একটি তালিকা তৈরি করবো।	▪ শিক্ষার্থীরা এককভাবে চিন্তা করবে। ▪ অধিকারের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপন করবে। ▪ অধিকারের শ্রেণিবিভাগের তালিকা খাতায় লিখে নেবে।
		১০ মিনিট	কাজ- ৩: সামাজিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার ▪ প্রতি ২ জন শিক্ষার্থীদের একটি করে দল গঠন করে মুখোমুখি বসাবো। ▪ প্রত্যেক দলকে পাঠ্যপুস্তকের ৭২ নং পৃষ্ঠা ব্যবহার করে সামাজিক অধিকারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বলবো। ▪ এবার দলের এক জনের পক্ষ থেকে একজনকে তালিকা পড়ে শোনাতে বলবো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করবো।	▪ দলীয়ভাবে আলোচনা করে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের তালিকা তৈরি করবে। ▪ দলের পক্ষ থেকে ১ জন উপস্থাপন করবে।
		৪ মিনিট	কাজ- ৪: নাগরিকের কর্তব্য: ▪ নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবো।	▪ শিক্ষার্থীরা নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

ধাপ	কাজ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
মূল্যায়ন	যাচাইমূলক প্রশ্ন ও উত্তর আদায়	৫ মিনিট	যাচাইমূলক প্রশ্ন ও উত্তর আদায় করবো— ১. নাগরিক কাকে বলে? ২. নাগরিকের বৈশিষ্ট্য কী কী? ৩. লর্ড ব্রাইসের মতে সুনাগরিকের গুণাবলি কয়টি ও কী কী? ৪. নাগরিকের অধিকার কয় প্রকার?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে: ১. যিনি একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত, রাষ্ট্রের নিকট থেকে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন তাকে নাগরিক বলে। ২. রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, রাষ্ট্র থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। ৩. ৩টি– বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক। ৪. ২ প্রকার– নৈতিক, ও আইনগত অধিকার।
	বাড়ির কাজ	২ মিনিট	নিচের প্রশ্নটি চক বোর্ডে লিখে দেব এবং শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখে নেবে: ▪ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।	শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ খাতায় তুলে নেবে।
	পাঠ সমাপ্তি	১ মিনিট	আজকের পাঠের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেব এবং সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠ সমাপ্তি করবো।	শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে বিদায় জানাবে।

মূল্যায়ন

১. পাঠ পরিকল্পনা কী? পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় দিকগুলো উল্লেখ করুন।

২. একজন শিক্ষকের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন কেন গুরত্বপূর্ণ?

৩. উত্তম পাঠ পরিকল্পনার আবশ্যকীয় দিকগুলোর বিবরণ দিন।

৪. পাঠ পরিকল্পনার একটি বিষয়ভিত্তিক কাঠামো তৈরি করুন।

৫. মাধ্যমিক স্তরের যে কোন শ্রেণির বাংলা/ইংরেজি/গণিত/বিজ্ঞান/সামাজিক বিজ্ঞানের ৪৫ মিনিটের উপযোগী একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

কাজ- ১

পাঠ পরিকল্পনা হলো সুষ্ঠুভাবে শ্রেণি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে উপস্থাপনযোগ্য বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির একটি লিখিত রূপরেখা।

কাজ- ২

নিজে করুনি।

পর্ব- খ

কাজ- ১

নিজে করুন।

পর্ব- গ

কাজ- ১

নিজে করুন।

পর্ব- ঘ

কাজ- ১

নিজে করুন।